অস্ট্রেলিয়ার গ্রিফিথ ইউনিভার্সিটি

উচ্চশিক্ষার বৈশ্বিক বাস্তবতা

● রাশেদুল ইসলাম

আন্তর্জাতিক উচ্চশিক্ষার জন্য ২০২৬ সাল হয়ে উঠেছে এক নতুন সন্ধিক্ষণ। দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের প্রধান গন্তব্য ছিল যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এ দেশগুলোর নীতিতে বড় পরিবর্তন এসেছে। ভিসা নিয়ম কঠোর হয়েছে। টিউশন ফি বেড়েছে। কাজের সুযোগও সীমিত হয়েছে। ফলে বিদেশে পড়াশোনার পুরোনো ছক এখন আর কার্যকর নয়। অন্যদিকে ইউরোপ ও এশিয়ার কয়েকটি দেশ নতুন সুযোগ নিয়ে হাজির হয়েছে। জার্মানি, জাপান, ফিনল্যান্ডসহ বেশ কিছু দেশ আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে উদার নীতি গ্রহণ করেছে। তাই বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য গন্তব্যের মানচিত্র দ্রুত বদলে যাচ্ছে।

কানাডা : আগের মতো সহজ নয়

এক সময় কানাডা ছিল বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে জনপ্রিয় গন্তব্য। কিন্তু ২০২৬ সালে পরিস্থিতি অনেকটাই ভিন্ন। কানাডা সরকার আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ব্যাপকভাবে কমিয়ে দিয়েছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী স্টাডি পারমিটের কোটা প্রায় অর্ধেকে নামানো হয়েছে। সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিটের ক্ষেত্রে। আগে যে কোনো কলেজ থেকে ডিপ্লোমা শেষ করলেই তিন বছরের কাজের অনুমতি পাওয়া যেত। এখন কলেজ শিক্ষার্থীদের জন্য নিয়ম অনেক কঠিন। শুধু নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে পড়লে কাজের অনুমতি মিলবে। সাধারণ বিজনেস, হসপিটালিটি বা ট্যুরিজমের মতো বিষয়গুলো আর এ তালিকায় নেই। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য সুযোগ এখনো আছে। যারা সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাচেলর বা মাস্টার্স করবেন, তারা আগের মতোই সুযোগ পাবেন। তাই বিশেষজ্ঞরা এখন বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের কলেজের বদলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পরামর্শ দিচ্ছেন। প্রভিন্সিয়াল অ্যাটেস্টেশন লেটার নামে আরেকটি নতুন নিয়ম চালু হয়েছে। এখন শুধু অফার লেটার থাকলেই ভিসার আবেদন করা যায় না। যে প্রদেশে পড়তে যাবেন, সেই প্রদেশের সরকারের অনুমতিপত্রও লাগবে। এতে পুরো প্রক্রিয়া আরও জটিল ও সময়সাপেক্ষ হয়ে গেছে।

যুক্তরাজ্য : কড়াকড়ি বাড়ছে

যুক্তরাজ্য গত কয়েক বছরে অনেক শিক্ষার্থী টেনেছিল। এর প্রধান কারণ ছিল দুই বছরের গ্র্যাজুয়েট রুট ভিসা। কিন্তু ২০২৬ সাল থেকে এ সুবিধা কমতে শুরু করেছে। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২৭ সাল থেকে এ ভিসার মেয়াদ দুই বছর থেকে কমে ১৮ মাস হতে পারে।

অস্ট্রেলিয়া : বয়সসীমার বাধা

অস্ট্রেলিয়াও নীতিতে বড় পরিবর্তন এনেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হলো বয়সসীমা। আগে গ্র্যাজুয়েশন শেষে কাজের ভিসার জন্য বয়সসীমা ছিল ৫০ বছর। এখন তা কমিয়ে ৩৫ বছর করা হয়েছে। এর ফলে অনেক বাংলাদেশি শিক্ষার্থী সমস্যায় পড়েছেন। যারা কয়েক বছর চাকরি করার পর পড়তে যেতে চান, তাদের জন্য অস্ট্রেলিয়া আর আগের মতো সুবিধাজনক নয়। আইইএলটিএস স্কোরের শর্তও বাড়ানো হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া এখন ভিসা প্রসেসিংয়ে 'ট্রাফিক লাইট' পদ্ধতি চালু করেছে। শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কম ঝুঁকির তালিকায়। ছোট প্রতিষ্ঠানগুলো উচ্চ ঝুঁকির তালিকায়। বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা যদি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন না করেন, তাহলে ভিসা পাওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়।

প্রক্রিয়ায় বড় কোনো পরিবর্তন আসেনি। তবে আর্থিক সক্ষমতার প্রমাণ এখন আগের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এসটিইএম ওপিটি। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত বিষয়ে পড়লে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা শেষে মোট তিন বছর কাজ করার সুযোগ পান। উন্নত দেশগুলোর মধ্যে এটি সবচেয়ে দীর্ঘ কাজের অনুমতি। তাই ভালো শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জন্য যুক্তরাষ্ট্র এখনো আকর্ষণীয় গন্তব্য।

জার্মানি : নতুন স্বপ্নের ঠিকানা

অ্যাংলোস্ফিয়ার দেশগুলো কঠোর হলেও জার্মানি খুলে দিয়েছে নতুন দুয়ার। ২০২৬ সালে জার্মানির সবচেয়ে আলোচিত 'চ্যান্সেনকার্টে' বা অপরচুনিটি কার্ড। এ ভিসার ম করা শিক্ষার্থীরা এক বছরের জন্য জার্মানিতে গিয়ে পারবেন। আগে থেকে চাকরির অফার লাগবে না। বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে পয়েন্ট সি দেওয়া হয়। জার্মানিতে অধিকাংশ সরকারি বিশ্ববি নেই। ফলে কম খরচে মানসম্মত পড়াশোনা করা হয়েছে। তাই বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের কাছে জার্মা সম্ভাবনাময় গন্তব্যগুলোর একটি।

জাপান : নিশ্চিত ক্যারিয়ার

এশিয়ার মধ্যে জাপান নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে সরকার আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী বাড়াতে বিশেষ উদে পড়াশোনা শেষে শিক্ষার্থীরা এখন সরাসরি ভিসায় সুযোগ পাচ্ছেন। যারা জাপানি ভাষা শিখতে পারা জাপানে স্থায়ী ক্যারিয়ার গড়া তুলনামূলক সহজ। ইঞ্জিনিয়ারিং ও স্বাস্থ্যখাতে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের বাড়ছে।

নতুন বাস্তবতায় করণীয়

২০২৬ সালের বাস্তবতা স্পষ্ট। বিদেশে পড়াশোনা চেয়ে কঠিন। কিন্তু সুযোগ শেষ হয়ে যায়নি, শুধু হবে। অযথা এজেন্টের কথায় ভরসা করা যাবে ন করতে হবে। প্রোগ্রামের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বুঝে অ শুধু বিদেশে যাওয়াই লক্ষ্য হলে চলবে না। পড়া ক্যারিয়ার কোথায় হবে—সেটাই এখন সবচেয়ে গু সঠিক তথ্য নিয়ে পরিকল্পনা করবেন, তাদের জন্য অসংখ্য সুযোগ অপেক্ষা করছে। ২০২৬ সাল চ্যা কিন্তু একইসঙ্গে এটি নতুন সম্ভাবনার বছরও।

বৃত্তিতে উদার ফিনল্যান্ড

ইউরোপের আরেক সম্ভাবনাময় গন্তব্য ফিনল্যান্ড। এখানে টিউশন ফি থাকলেও স্কলারশিপ ব্যবস্থা অত্যন্ত উদার। 'ফিনল্যান্ড স্ক টিউশন ফি মওকুফের পাশাপাশি অতিরিক্ত অনুদানও দেয়। পড়াশোনার পাশাপাশি সপ্তাহে ৩০ ঘণ্টা কাজের সুযোগ আছে। প দুই বছরের জব সার্চ ভিসা পাওয়া যায়। শান্ত পরিবেশ, উন্নত জীবনমান ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা—সব মিলিয়ে ফিনল্যান্ড এখন পছন্দের তালিকায়। বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য সবচেয়ে বড় সুযোগ তৈরি হয় স্কলারশিপের মাধ্যমে। ২০২৬ সালের ফেব্রুয় এপ্রিল—এ সময়টাকে বলা হয় স্কলারশিপের গোল্ডেন উইন্ডো। অস্ট্রেলিয়া অ্যাওয়ার্ডস স্কলারশিপ সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সরকারি

এছাড়া মাস্টার্স শিক্ষার্থীদের পরিবার সঙ্গে নেওয়ার সুযোগ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু গবেষণাভিত্তিক মাস্টার্স বা পিএইচডি শিক্ষার্থীরাই পরিবার নিতে পারবেন। ইংরেজি ভাষার যোগ্যতার শর্তও কঠিন হয়েছে। কাজের ভিসার জন্য এখন উচ্চতর লেভেলের ইংরেজি দক্ষতা প্রমাণ করতে হচ্ছে। ফলে অনেক বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর জন্য যুক্তরাজ্য আগের চেয়ে কঠিন গন্তব্য হয়ে উঠছে।

যুক্তরাষ্ট্র : স্থিতিশীল কিন্তু ব্যয়বহুল

যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থা এখনো তুলনামূলক স্থিতিশীল। স্টুডেন্ট ভিসা

অথবা। এতে সম্পূর্ণ টিউশন ফি, মাসিক ভাতা ও বিমানভাড়া দেওয়া হয়। তবে এটি মূলত আন্তর্জাতিক পেশাজীবীদের জন্য।

বেলজিয়ামের ভিএলআইআর-ইউওএস স্কলারশিপ বাংলাদেশিদের জন্য আরেকটি বড় সুযোগ। নির্দিষ্ট মাস্টার্স প্রোগ্রামে পড়ার অর্থায়ন পাওয়া যায়। সুইডিশ ইনস্টিটিউট স্কলারশিপও অত্যন্ত জনপ্রিয়। তবে এখানে আবেদন করতে কমপক্ষে তিন হাজার ঘ অভিজ্ঞতা থাকতে হয়। এছাড়া জাপান-ওয়ার্ল্ড ব্যাংক স্কলারশিপ, আগা খান স্কলারশিপসহ আরও বেশ কিছু আন্তর্জাতিক বৃত্তি আবেদনযোগ্য অবস্থায় রয়েছে। বিদেশে পড়তে যাওয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো সঠিক প্রস্তুতি। শুধু ভালো রেজাল্ট থাক ব্যাংকিং ডকুমেন্ট, স্টেটমেন্ট অব পারপাস, ভাষা দক্ষতার সনদ—সবকিছু নিখুঁতভাবে প্রস্তুত করতে হয়। বাংলাদেশ থেকে বৈধ পাঠাতে 'স্টুডেন্ট ফাইল' খোলা বাধ্যতামূলক। হুন্ডি বা অবৈধ পথে অর্থ লেনদেন করলে ভিসা প্রত্যাখ্যানের ঝুঁকি অনেক বেড়ে আইইএলটিএস বা ভাষা পরীক্ষার প্রস্তুতি আগেভাগে নেওয়া জরুরি। শেষ মুহূর্তে তাড়াহুড়া করলে ভালো স্কোর পাওয়া কঠিন